ধ্বনি পরিবর্তনের কারণ

উপস্থাপক

এ. টি. এম. সাহাদাতুল্লা

ভাষার সবচেয়ে প্রধানতম উপকরণ ধ্বনি। ধ্বনি থেকেই ভাষার পরবর্তী স্তরগুলো আস্তে আস্তে অগ্রসর হয়। নানা কারণে ধ্বনি পরিবর্তিত হয়।

ধ্বনি পরিবর্তনের কারণ

- ভৌগোলিক পরিবেশ ও জলবায়ু
- অন্য জাতির ভাষার প্রভাব
- উচ্চারণের ত্রুটি, আরামপ্রিয়তা ও অনবধানতা।
- শ্রবণের ও বোধের ত্রুটি
- সন্নিহিত ধ্বনির প্রভাব: ধ্বনি সৃষ্টি ও ধ্বনিলোপ।

ভৌগোলিক পরিবেশ ও জলবায়ু

কোনো অঞ্চলের ভূপ্রকৃতিক গঠন ও আবহাওয়ার উপর সেই অঞ্চলের ভাষা নিয়ন্ত্রিত হয়। রুক্ষ অঞ্চলের ভাষা একটু কর্কশ ও কঠোর হয়। অন্যদিকে সমভাবাপন্ন নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের ভাষা মধুর হয়। যেমন জার্মান ভাষা কর্কশ ও কঠোর অথচ বাংলা ভাষা মাধুর্যে ভরা।

অন্য জাতির ভাষার প্রভাব

একটি জাতি দীর্ঘকাল অন্য জাতির শাসনাধীনে থাকলে শাসক জাতির ভাষার প্রভাব শাসিত জাতির ভাষার উপরে পড়ে। বাংলা ভাষা উপর ইংরেজি ভাষার প্রভাব এক্ষেত্রে এই সত্যকেই প্রমাণিত করে।

উচ্চারণের ত্রুটি, আরামপ্রিয়তা ও অনবধানতা

- ভাষা ব্যবহারে বক্তা ও শ্রোতার ভূমিকা অত্যন্ত বেশি। বক্তার বক্তব্য যদি সঠিক না হয়, তবে শ্রোতা শুনতে ভুল করে এবং ধনীগত পার্থক্য তৈরি হয়। বক্তার আরামপ্রিয়তাও ধনীগত পার্থক্য তৈরিতে বিশেষভাবে দায়ী থাকে। যেমন 'দেশি' শব্দে দুটি পৃথক স্বরধ্বনি ব্যবহৃত হয়েছে আরামপ্রিয়তার কারণে বক্তা একে 'দিশি' রূপে উচ্চারিত করে। ফলে বিপরীত স্বরধ্বনি একই রকম স্বরধ্বনিতে পরিণত হয়েছে।
- অনবধানতার জন্যেও ধ্বনি পরিবর্তন হয়। যেমন সংস্কৃত 'বানর' থেকে প্রাচীন বাংলায় 'বান্দর' কথাটি এসেছে। 'ন' ও 'র' ধোনির মাঝে 'দ' ধ্বনিটি অনাবধানতার জন্যই এসেছে।

শ্রবণের ও বোধের ত্রুটি

বক্তার দিক থেকে উচ্চারণের ত্রুটির ফলে যেমন ধ্বনি পরিবর্তন হয় তেমনি শ্রোতার দিক থেকে শোনার ও বোঝার ত্রুটি ঘটলেও ধ্বনি পরিবর্তন হয়। বিদেশী ভাষা থেকে গৃহীত শব্দের ধ্বনি বিকৃতি ও পরিবর্তন এই কারণেই ঘটে থাকে। যেমন জার্মান 'zar'-এর উচ্চারণ যদি জার্মান বক্তার উচ্চারণ থেকে ঠিকভাবে বুঝে নিতে না পারা যায়, তাহলে বাঙালি ভাববে এটা 'জার্', কিন্তু আসলে 'zar'-এর মূল জার্মান উচ্চারণ হলো 'ৎসার'।

সন্নিহিত ধ্বনির প্রভাব: ধ্বনি সৃষ্টি ও ধ্বনিলোপ

একই ভাষার নিজস্ব একটি ধ্বনির প্রভাবে অন্য ধ্বনি পরিবর্তিত হয়। একটি ধ্বনির সাদৃশ্যে অন্য শব্দের ধ্বনি পরিবর্তন হয়। ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তনে ভাষার ধ্বনি ক্ষয় হয় ও ভাষায় নতুন ধ্বনির সৃষ্টি হয়। খাঁটি বাংলায় 'পদ্ম' শব্দ যখন 'পদ্দ' উচ্চারিত হয় তখন বোঝা যায় 'দ' এর প্রভাবে 'ম' এর উচ্চারণ 'দ' হয়েছে। এছাড়াও ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তনে ধ্বনির ক্ষয় হতে পারে এবং ধ্বনির লোপ পেতে পারে। একইভাবে ধ্বনির সৃষ্টি ও হতে পারে। যেমন 'অ্যা' ধ্বনি।

ধন্যবাদ